

## মহানবী নিরক্ষর ছিলেন না, ভবিষ্যৎ জানতেন না মো: জামিলুল বাসার

**উম,উম্মুন** অর্থ: মাতা, উৎস, ভিত্তি,মূল, শিকড়, উপকরণ, অবস্থান বা ধরে রাখা।

**উম্মুল কিতাব** অর্থ: গ্রন্থ জননী; আদেশ নিষেধের উৎস স্থল।

**উম্মীউন, উম্মীঈন** অর্থ: যারা ঐশী গ্রন্থ অনুসরণ করে না বা পায়নি। দ্বিতীয় অর্থ: যারা লেখা-পড়া জানে না।

**উম্মী** অর্থ: মাতার অংশ স্বরূপ বা অঙ্গীভূত হওয়া বা অধিকারভূক্ত হওয়া অর্থাৎ মায়ের বুকের শিশু যেমন নির্দোষ নিষ্পাপ; এমন ব্যক্তি যে ঐশী গ্রন্থের অধিকারী নহে। [দ্র: কোরান মজিদ; তাহের আহমদ; টিকা নং-১১৩ ক. ৩৮৪, ১০৫৮, ১৪৫০, ২৬৪৫।]

### কোরানে ‘উম্মী’ শব্দের ব্যবহার:

১. **অকুলীল্লাজিনা উতুল কেতাবা অলউম্মীঈনা আ আছলামতুম। [ইমরান-২০]** অর্থ: আর বল! যাদের কেতাব দেয়া হয়েছে এবং যাদের কেতাব দেয়া হয়নি [উম্মীঈনা] তোমরা সকলে কি আত্মসমর্পণ করেছো? [ভক্ত হয়েছে?]
২. **হুয়াল্লাজি বায়াছা ফিল উম্মীঈনা ---ম্মুবিন। [জুমুয়া-২]** অর্থ: তিনিই উম্মীদিগের মধ্যে তাদেরই একজনকে [উম্মীদের মধ্যে একজন উম্মীকে (মোহাম্মদ)] রাখুলরূপে মনোনিত করেছেন যে তাদের নিকট তাঁর আয়াত/কেতাব পড়ে শুনায়; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো ইহারা ছিল যোর বিভ্রান্তিতে।
৩. **অ মিনহুম উম্মীউনা----লা ইয়াজুনুন। [বাকারা-৭৮]** অর্থ:তাদের মধ্যে এমন কতক উম্মী লোক আছে যাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে। [ঐ উম্মীগণ নিজ হাতে কেতাব রচনা করে বলে যে, ইহা আল্লাহর তরফ থেকে।]

উল্লেখিত আয়াতে ‘উম্মী’ শব্দের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য আয়নার মত পরিষ্কার। অর্থাৎ এর পূর্বে যাদের প্রতি কোন রাখুল আসেনি, যারা পূর্বে কোন কেতাব বা পথ প্রদর্শক পায়নি, নবীসহ তাদের সকলকেই ‘উম্মী’ হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে।

রাখুল যে পড়তে জানতেন এবং কেতাব পড়া শিখাইতেন, বিজ্ঞান সূত্র [হেকমত] শিক্ষা দিতেন তা ২ নং আয়াতটি বাস্তব সাক্ষী; এরপরেও সন্দেহ থাকলে বা বিশ্বাস না করলে আরও প্রমাণ দেখুন:

১. **অ কালু---আছিলান। [ফুরকান-৫]** অর্থ: উহারা বলে, এগুলি তো আদিকালের উপকথা, যা সে [মোহাম্মদ] লিখে রাখে। যেগুলি সকাল সন্ধ্যা তাঁর নিকট আবৃত্তি [অহি] করা হয়।]
২. **একরা বে-এসমে রাব্বুকা--বেল কালাম। [আলাক-১-৪]** অর্থ: তোমার প্রতিপালকের নামে পড় --যিনি লিখার মাধ্যমে [কলমের সাহায্যে] শিক্ষা দিয়েছেন।
৩. **উতলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবে--- [আনকাবুত-৪৫]** অর্থ: তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাশিত কিতাব পড়--।
৪. **অ মা কুনতা---মুবতেলুন। [আনকাবুত-৪৮]** অর্থ: তুমি তো অতীতের কোন কিতাব [নিজে] লিখনি বা পড়নিও, যাতে মিথ্যুকগণ তোমাকে সন্দেহ করতে পারে।

৪ নং আয়াতটি পরিষ্কার যে তিনি লিখতে-পড়তে জানতেন কিন্তু অতীতের গ্রন্থগুলি, যাতে তাঁর আগমনের ভবিষ্যৎ বানী এবং নবী রাখুল, কোরানের অনেক কথাই উল্লেখ আছে তা’ তিনি নিজে লিখেননি, নিজে পড়েননি, নিজে অনুসরণ করেননি; কারণ তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না, যাতে অবিশ্বাসীগণ সন্দেহ করতে পারে যে, মোহাম্মদ উহা নকল করেছে। এমন সত্যটি উপলব্ধির জন্য নিম্ন আয়াতটি উল্লেখযোগ্য:

**অমা কুনতা---ইয়া তাজাক্বার। [কাসাস-৪৬]** অর্থ: মুসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তুর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলে না [অথচ তুমি ইহা এখন অবগত হয়েছে।] বস্তুত ইহা তোমার প্রতিপালকের দয়া স্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের

নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

আদিকাল থেকে মহানবীর নামে কুৎসা রটিত হয়ে আসছে যে, তিনি মুর্থ বকলম ছিলেন এবং বকলম নবীর মাধ্যমে কোরান অহি হয়ে প্রকাশ করাকে মোসলমানগণ একটি অন্যতম মোজেজা বলেও বিশ্বময় প্রচার করতে গৌরববোধ করেন; এবং তার স্বপক্ষে কোরানে উল্লেখিত ‘উম্মী’ শব্দটি ব্যবহার করেন। মূলতঃ ‘উম্মী’ শব্দটির অর্থ প্রধানতঃ সাদাসিধা, নির্দোষ, সরল প্রকৃতির; ইংরাজিতে যাকে ‘ইম্প্রোভেস্ট’ [অজ্ঞ] বলে কিন্তু তিনি ইল্লিটারেট বা ইডিয়ট ছিলেন না।

আল্লাহ কি! অহিকি! কেতাব কি! জিব্রাইল কি! ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি সম্মুখ অজ্ঞ ছিলেন। এমনকি তিনি অহি পাওয়ার পরেও জানতেন না যে, তিনি নবী হয়েছেন বা হ□ছেন; এ অর্থেই তিনি উম্মী ছিলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ও উম্মী ছিল; যাদের কাছে এর পূর্বে কোন নবী-রাছুল আসেনি, কেতাবও আসেনি। এজন্যই নবীসহ আবুযেহেল, আবু সুফিয়ান এবং তৎকালীন বিখ্যাত সকল কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক, পন্ডিত, রাজনীতিবিদসহ পূর্ণ জাতিটিকেই ‘উম্মী’ বলা হয়েছে। মূলতঃ তিনি আবুযেহেলদের চেয়েও উন্নত লেখা জানতেন পড়তেও পারতেন এবং গাণিতিক হিসাব নিকাশও জানতেন; নতুবা বিবি খাদিজার আশ্চর্যাতিক ব্যবসা কি করে পরিচালনা করতেন! বর্বর, অন্ধকার বিশ্বে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে এবং তা প্রতিষ্ঠা করা একজন অক্ষর জ্ঞানহীন বর্বর, নিরক্ষর মানুষের পক্ষে কল্পনাতিত। অশিক্ষিত, মুর্থ বা উম্মী নবী বলে শরিয়ত অধিক গৌরব অনুভব করে থাকে বলেই শব্দটিকে কেন্দ্র করেই হাদিস লেখকগণ ‘মুর্থ নিরক্ষর নবী’ বলে সর্বত্রই মুর্থতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই কথিত হয় যে, কোরান কতিপয় লেখক দ্বারা লিখাইতেন এবং উহা জনসাধারণের সন্দেহমুক্ত ও বিতর্ক এড়াবার জন্য জিব্রাইল দ্বারা ১/২ বার পরীক্ষা করা হয়েছে বলে বাস□ব বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমানহীন হাদিস রচনা করতে হয়েছে। আর এ কারণে সন্দেহ আরো বাড়ার কথা। কারণ: অহি করেছে আল্লাহ, বহন করেছে জিব্রাইল, শুনেছে মোহাম্মদ, লিখেছে ছাহাবা; অতঃপর ছাহাবাদের লেখা পরীক্ষা করেছে জিব্রাইল, মোহাম্মদ নন। অতএব কোরানের নির্ভুলতা সম্বন্ধে শোনা (গৌণ), কাল্পনিক সাক্ষী ছাড়া মহানবীর দেখা বা পড়া (মুখ্য) সাক্ষীর কোন ভূমিকা বা নিশ্চয়তা থাকে না; তাদের বিশ্বাস মোহাম্মদের সে যোগ্যতা বা ক্ষমতাও ছিল না! কিন্তু তারা যদি উপরোক্ত লিখিত আয়াতগুলি বিশ্বাস করতো তবে: অহি শুনেছেন মোহাম্মদ, লিখেছেন মোহাম্মদ, প্রচার করেছেন মোহাম্মদ এমনকি পরীক্ষা করেছেন মোহাম্মদ স্বয়ং; এই বাস□ব সূত্রের উপরে বিশ্বাস থাকতো। আর তাতে কাল্পনিক এবং অপ্রামানিক সাক্ষী দেওয়ার জন্য জিব্রাইলকে টেনে আনার দরকার হ’তো না, মহানবীকেও খাটো করার প্রয়োজন হ’তো না, সর্বোপরি কোরানের উপরে কারো সন্দেহের উদ্বেগ হ’তো না। শুধু মোহাম্মদই নন, এমন উম্মী ছিলেন আদম থেকে সকল নবীগণ; বিশ্বের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকগণ; তাই বলে তারা লিখতেও জানতেন না পড়তেও জানতেনা এ ধারণা অমূলক। তা’ছাড়া সকল উম্মী নবীগণই কি লোকদ্বারা অহি লিখাতেন? সময় নেই, অসময় নেই গভীর রাতে অহি আসতো আর তিনি ভোরে লেখকদের খবর দিতেন, অপেক্ষায় থাকতেন লিখাবার জন্য! কোরানে এমন কোন সাক্ষী নেই যে দীর্ঘ ৩০ পারা কোরান লিখাতে নবীকে কখনও অহি করেছেন যে, ‘অমুক-অমুক লেখকের সাহায্য নাও বা লেখক ডেকে আনো এখনই অহি করব!’ অথবা ‘অমুক লেখক বিশুদ্ধ এবং অমুক সন্দেহযুক্ত!’ মূলতঃ মহানবী যে লেখা-পড়া জানতেন বা লিখতে পড়তে পারতেন তা’শরিয়তের হাদিসেও প্রমান দেয় যে, তিনি যেখানেই যেতেন সঙ্গে সকল সময়ই কাগজ কলম রাখতেন। [দ্র: ছাবমিসন ডট অর্গ] নিজে কাগজ কলম সঙ্গে রাখতেন, অথচ লিখতে পারতেন না! আর অহি হলেই নিজের পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে লেখার জন্য অন্যের স্মরণাপন্ন হতেন বা হয়েছিলেন! শরিয়তের হাদিসের তেমন কোন প্রমান পাওয়া যায় না। বিবি খাদিজা, বিবি আয়শাসহ তাঁর অনেক বিবিগণই লেখাপড়া জানতেন বলে ইতিহাস পাওয়া যায় কিন্তু কোন্ স্কুলে লেখাপড়া করেছেন ডিগ্রী কত তা ইতিহাস জানে না। হাদিস সাক্ষী দেয় যে, বিবি আয়শার সঙ্গে ঘুমালে রাতে নাকি অহি বেশি আসতো! কিন্তু মহানবী অহি লেখাবার জন্য বিবিগণের স্মরণাপন্ন হয়েছেন বা হ’তেন বলে কোন ইতিহাস নেই, নেই একটি মাত্র হাদিস। ইহা সর্বজনবিদিত যে মহানবীর জীবণ সায়াছে লিখিতভাবে উত্তরাধিকার নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং ছাহাবাদের কাছে কাগজ-কলম চেয়ে ছিলেন; কিন্তু ওমর [রা] তাঁর অসুস্থতার অজুহাতে কাগজ-কলম দেননি। বাস□বিকই যদি তিনি লিখতে না জানতেন তবে কাগজ-কলম চাইতেন না আর ওমরও প্রতিবাদ করতেন না; বরং শরিয়তের ধারণা মতে তিনি যা লিখতে চেয়েছিলেন তা স্বভাব সিদ্ধ পূর্ববৎ মৌখিক ঘোষনাই করে দিতেন। কিন্তু তিনি লেখার সুযোগ পাননি বলে মনের কথা ঘোষনাও করেননি। কথিত হয় যে, মহানবী দেশ-বিদেশের রাজা-বাদশাদের লিখিতভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, যুদ্ধ বিগ্রহের চুক্তি বা সন্ধিপত্র লিখাইতেন! কিন্তু তাতে তার নিরক্ষরতার পরিচয় হয় না। কারণ বড় বড় ব্যস্ততম লেখকদের এমন সচিব সেক্রেটারী নিযুক্ত

করে থাকেন; মাইকেল মধুশোধন দত্ত আদিকালের বিলাত অফেরৎ ছিলেন এবং উপন্যাস লেখার জন্য তিনি ৫ জন শ্রুতি লেখক নিযুক্ত করে ছিলেন; তার অর্থ এই নয় যে তিনি বিলাত ফেরৎ-অফেরৎ হলেও নিরক্ষর ছিলেন। শিক্ষিত ও সমভ্রান্ত পরিবারের সন্তানগণ এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ না করলেও তারা যে কিছুতেই বকলম থাকতে পারে না তা’হলফ করে বলা যায়। মোহাম্মদ সর্বোচ্চ সমভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং কাবার কর্তৃত্ব ছিল তাদের হাতে এমন পরিবারের সন্তান’মোহাম্মদ বকলম ছিলেন’ এমন ভ্রান্ত ধারণার অবসান হওয়া উচিত। আবুযেহেলদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ছিল! কোন্ কলেজ ইউনিভারসিটির ডিগ্রী ছিল তা’ও তাদের সনাক্ত করা উচিত।

### মহানবী ভবিষ্যৎ জানতেন না

১. **কুল্লাআ আকুলু---**তাতাফাক্কার। [আনাম-৫০] অর্থ: বল! আমি তোমাদের ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমি জানি না, এবং তোমাদেরকে ইহাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা, আমার প্রতি যা ওহী হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি; বল! অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান? তোমরা কি অনুধাবন কর না?
২. **কুল্লা আল্লিকু---**ইউমেনুন। [আরাফ-১৮৮] অর্থ: বল! আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি ভবিষ্যতের খবর জানতাম তবে তো আমি প্রভুত কল্যাণই লাভ করতে পারতাম এবং কোন বিপদই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধু মুমিনদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী মাত্র।
৩. **অ ইয়াকুলুনা---**মুজতাজেরীন। [ইউনুস-২০] অর্থ: ইহারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল! ভবিষ্যতের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই; তোমরা প্রতীক্ষা কর আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি।
৪. **অলা আকুলু---**যালেমীন। [হুদ-৩১] অর্থ: আমি তোমাদের বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, আর না ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি অবগত, এবং আমি ইহাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হয় তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ তাদের কখনই মঙ্গল করবেন না; তাদের অশ্রুতে যা আছে, তা আল্লাহ সম্যক অবগত। তা হলে আমি অবশ্যই জালিমদের অশ্রুভুক্ত হব।
৫. **কুল্লা-আল্লিকু-----আল্লাহু** [ইউনুছ-৪৯] বল! আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের লাভ-লোকসানের উপর আমার কোন ক্ষমতা নেই।
৬. **অ ইজ তুতলা-----আজীম**। [ইউনুস-১৫] অর্থ: -----তারা বলে: অন্য এক কোরান আন অথবা ইহাকে বদলাও। বল! নিজ থেকে ইহা বদলান আমার কাজ নহে। আমার প্রতি যা অহি হয় আমি কেবল তাইই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হলে, মহা দিবসের শাস্তি থেকে রেহাই পাব না।

এতদ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ছহিহ (?) হাদিসগুলি যে ডাহা মিথ্যা, কোরান বিরুদ্ধ এবং মহানবীর নামে পরিকল্পিত চক্রান্ত তা হলফ করেই বলা যায়।